ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আসলে কি শেখাচ্ছে?

রুহুল আমিন রুশদ

রাজধানীতে নতুন নতুন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হিড়িকও আছে। দু চোখে স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হচ্ছে : তারা একদিন প্রোগ্রামার হবে, সফটওয়্যার তৈরি করবে এবং অনায়াসে একদিন বিশাল অঙ্কের বেতনের চাকরিও তারা পাবে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা আসলে কি? এ সব কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো প্রোগ্রামার কি আদৌ বের হচ্ছে? বেশিরভাগকেই কি শেষ পর্যন্ত সাধারণ কম্পিউটার ব্যবহারকারী বা কম্পিউটার সেলস এক্সিকিউটিভের চাকরি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে? কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে এক্ষেত্রে পাওয়া গেছে নানা ধরনের মতামত।

অনেকেই বলেছেন, এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে আসলে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার অপারেটরই বের হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছেনা বলে তাদের মতামত। এক বা দু বছরের কোর্স করে কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে যারা নজরকাড়া লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ করেছেন অনেকে।

কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়া প্রধানত দু ধরনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশে গড়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণে বা নিজেদের তৈরি করা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী দেশী প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আরেকটি ধারায় আছে বিদেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধি বা যৌথ উদ্যোগে চালু করা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে বিদেশী মূল কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম অনুসারে তাদের সরবরাহ করা কোর্স সামগ্রীর সাহায্যে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের ধারাটি এ দেশে নতুন। ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের এ সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। নজর কাড়া বিজ্ঞাপনের মনভোলানো ভাষায় মুগ্ধ হয়ে ছাত্রছাত্রীরা তাদের অভিভাবকদের ওপর ঐসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও নিজেরাই তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় সেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। এসব কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মান যাচাইয়ের যোগ্যতা অভিভাবকদের নেই। পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ভাষাকেই তারা বেদবাক্য বলে মেনে নিচ্ছেন এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কষ্টার্জিত সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দিচ্ছেন। কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণের মান যাচাইয়ের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাও এখানে গড়ে উঠেনি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, তাদের প্রধান টার্গেট দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। দেখা গেছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও বাবা-মায়ের জমি-বাড়ি বিক্রির টাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে এসে কম্পিউটার শিখছে। কিন্তু বিপুল পরিমান টাকা ব্যয় করে কোর্স শেষে কোথায় তাদের চাকরি হবে সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগেরই স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। তারা শুধু জানে, তথ্য প্রযুক্তি নামের অমিত সম্ভাবনাময় বিশাল ক্ষেত্রে বড়ো কোনো একটা চাকরি নিশ্চয়ই তারা একদিন পাবে!

অভিযোগ রয়েছে, বেশিরভাগ কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের কোনো জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নেই। তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বাস্তবে তার কতোটা বাস্তবায়ন হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য খুঁজলেও দেওয়া হয় না। যে মানের প্রশিক্ষণদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার কতোটা পূরণ করা হচ্ছে তাও বাইরের কারো বোঝার উপায় নেই।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে বের হয়ে কতোজন চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন সে সম্পর্কে কারো কাছেই কোনো তথ্য নেই। জানা যায়নি আসলে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে প্রোগ্রামার হতে পেরেছেন কতোজন। কিংবা সফটওয়্যার তৈরি করতে পেরেছেন কতোজন প্রোগামার? প্রোগ্রামার বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে এইচএসসি পাস বা এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের পক্ষে প্রোগ্রামার হওয়া কতোটা সম্ভব সে সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের (আইটিআই) পরিচালক শাহ শের আলী ভোরের কাগজকে বলেন, প্রোগ্রামিং এমন একটি বিষয় যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। একশ জন প্রোগ্রামিং কোর্স করলে মাত্র দুজন সত্যিকারের প্রোগ্রামার হতে পারে। প্রোগ্রামিঙের কাজটি খুবই কঠিন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, 'এ প্রোগ্রামার ম্যারিড টু এ কম্পিটার'। প্রোগ্রামিঙে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হয়। সব সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে হয়। প্রোগ্রামারের রাতে অনেক সময় ঘুম হয় না। স্বপ্নেও প্রোগ্রামিং এসে হাজির হয়।

প্রোগ্রামার হওয়ার উপযুক্ত কিনা, তার সেই মেধা আছে কিনা তা পরীক্ষা না করে ঢালাওভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রোগ্রামিং কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এর ফলে এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে নগন্য সংখ্যক প্রোগ্রামার বের হচ্ছে। বাদ বাকি শিক্ষার্থীদের শেষ পর্যন্ত হতাশায় নিমজ্জিত হতে হচ্ছে।

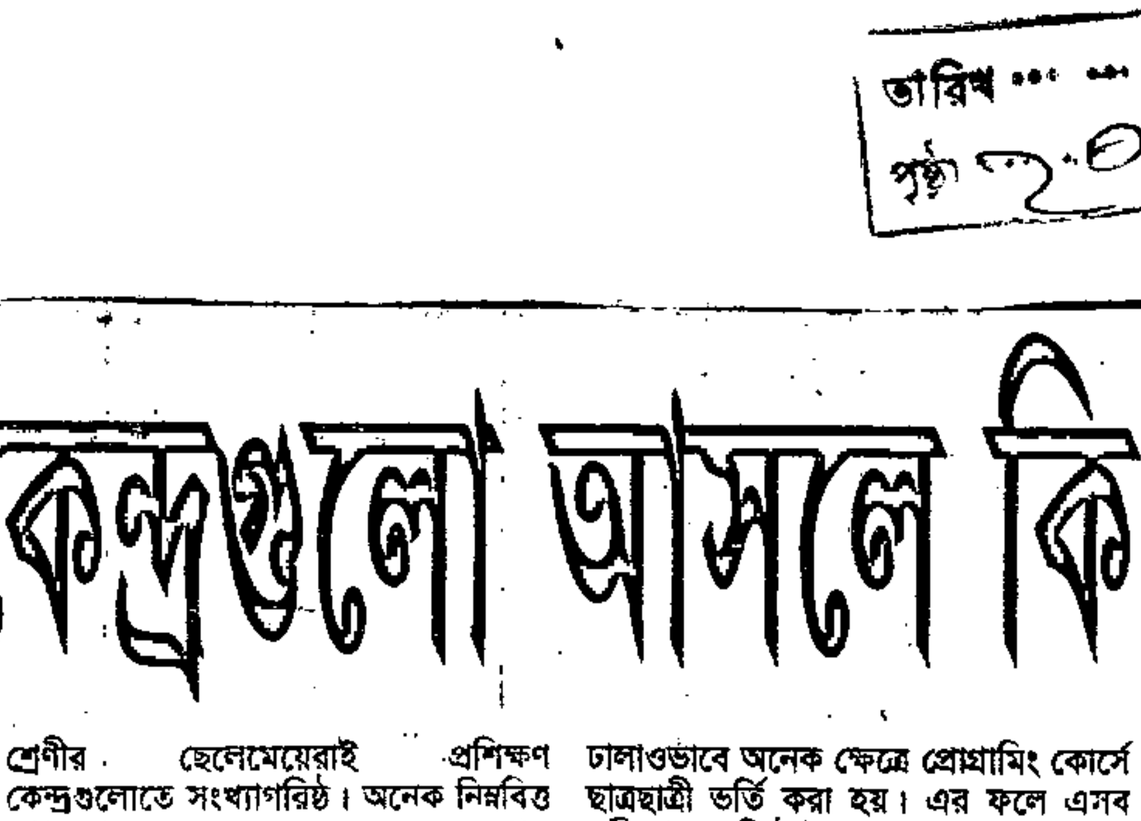

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষকদের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। ইনফিনিটি টেকনোলজি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম কামাল উদ্দিন বলেন, অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রোগ্রামিং কোর্স করার মতো পরিবেশও নেই। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষকরা কম্পিউটার বিজ্ঞানের স্নাতকও নন। অন্য কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর প্রোগ্রামিং শিখে তারা এখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিঙের প্রশিক্ষক হয়েছেন। তাই তাদের প্রশিক্ষণের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি বা প্রোগ্রামিং শেখানোর যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এনআইআইটির জোনাল ম্যানেজার তাপস রায় বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে এ ধরনের বাধ্যবাধকতার কোনো যুক্তি নেই। ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার বিষয়ে কতোটা জ্ঞান অর্জন করেছে, আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন লাভে তারা সক্ষম হচ্ছে কিনা সেটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

প্রোগ্রামার হওয়ার যোগ্যতা যাদের নেই অহেতুক তাদের প্রোগ্রামিং শিক্ষা দেওয়ার নামে বিপুল অর্থ অপচয়ের কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা মনে করেন, ভর্তির প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়ে বাছাই করে যারা যে কোর্সের উপযুক্ত তাদের সে ধরনের প্রশিক্ষণ দিলে বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থের সাশ্রয় ঘটতো।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কিছু সার্টিফিকেশন কোর্স করাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব কোর্সের কোনো স্বীকৃতি নেই। যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ভেন্ডর সার্টিফিকেশন কোর্স যেমন : মাইক্রোসফট, নভেল, ওরাকল অথবা যুক্তরাজ্যে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন কোর্সগুলোর ব্যাপারে সরাসরি প্রশিক্ষণ দিলে ছাত্রছাত্রীরা বেশি উপকৃত হতো। কারণ এসব কোর্স উত্তীর্ণদের জন্য দেশে বিদেশে চাকরির সুযোগ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির অন্যতম পূর্বশর্ত কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা। দেশে এক বা দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে বিদেশে সহজেই চাকরি পাওয়া সম্ভব। এ কারণে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ে না।

বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিয়েলেশনের পেছনে কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। আর এর বোঝা বইতে হয়ছাত্রছাত্রীদের। ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সবুর খান এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজকে বলেন, আমরা যে পরিমাণ অর্থ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পাচ্ছি তার সিংহভাগই ব্যয় করে ফেলছি অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করতে গিয়ে। তিনি বলেন, এর ফলে বিপুল পরিমান সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ কারণে তিনি স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বকীয়তা নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।